



6742 - একগুঁয়মেদূর করা কথিবা কোনে কিছু ক্রয় করার জন্য নারীর বাহরী বরে হওয়া

প্রশ্ন

ময়েদের বাহরী যাওয়া সম্পর্কে লোকেরা বলে যে, ময়েদের বাহরী যাওয়ার জন্য আইনসঙ্গত কারণ থাকতে হবে; এটা শুনে আমি চিন্তিত। সাধারণ কিছু প্রয়োজনে (কথিবা বধৈ বনিদেনরে জন্য) বাহরী যাওয়া কি হারাম হবে; যদি আমি পরপূর্ণ হজিবসহ বরে হই?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলাম নারীর সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার জন্য এসছে। ইসলাম এমন কিছু বধিন আরোপ করেছে যাত করে নারীর এ অধিকারগুলো রক্ষা করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা (নারীরা) তোমাদের ঘরে অবস্থান কর”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৩] এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়, মূল বধিন হলো- নারীরা ঘরে অবস্থান করবে; আবশ্যকীয় বিষয় কথিবা প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া ঘর থেকে বরে হবে না। ইসলাম নারীর ঘরে নামায পড়াকে মসজিদে নামায পড়ার চয়ে উত্তম ঘোষণা করেছে; এমন কিসটো যদি মসজিদে হারামও হয় না কনে।

এর অর্থ এ নয় যে, নারী ঘরে মধ্যে বন্দীদশায় পড়ে থাকবে। বরং ইসলাম নারীর জন্য মসজিদে যাওয়া বধৈ রেখেছে। নারীর ওপর হজ্জ-উমরা, ঈদরে নামায ইত্যাদি আদায় করা ফরয করেছে। এ ছাড়াও ইসলামী শরিয়ত নারীকে তার পরিবার-পরিজন, মোহরমে আত্মীয়-স্বজনকে দেখার জন্য, আলমেদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসে করার জন্য বরে হওয়ার অনুমোদন দেয়। অনুরূপভাবে নারীদের প্রয়োজনে তাদেরকে বরে হওয়ার অনুমতি দেয়। তবে, উল্লেখিত প্রত্যেকেটি ক্ষেত্রে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মনিতি মনে বরে হতে হবে; যমেন- সফররে ক্ষেত্রে মোহরমে সাথে থাকা, নজি এলাকার মধ্যে হলে রাস্তা নিরাপদ হওয়া, পরপূর্ণ পর্দাসহ বরে হওয়া, বপের্দা না হওয়া, সাজসজ্জা না করা, সুগন্ধি ব্যবহার না করা।

এ বিষয়ে কিছু শরয়ি দলিল উদ্ধৃত হয়েছে; যমেন-

ক. ইবনে উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, “যদি তোমাদের কারো কাছে তার স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তাহলে তাকে বাধা দিও না।”[সহিহ বুখারী (৮২৭) ও সহিহ মুসলিম (৪৪২)]

খ. আব্দুল্লাহর স্ত্রী যয়নব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন: “তোমাদের



কটে যদি মসজিদে আসতে চায় তাহলে সে যেন সুগন্ধনা মাখে”[সহি মুসলিম (৪৪৩)]

গ. জাবরে বনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার খালার তলাক হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাঁর খজুর পাড়তে গেলেন। বাহিরে আসার কারণে এক লোক তাঁকে ধমক দিল। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জানালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: অবশ্যই; তুমি তোমার খজুর পাড়বে। হতে পারে এর থেকে তুমি সদকা করবে কিংবা কোন ভাল কাজে লাগাবে।”[সহি মুসলিম (১৪৮৩)]

প্রশ্নে যে বনিদোদনের ইঙ্গিত করা হয়েছে সে বনিদোদনের মধ্যে বগোনা পুরুষদের সাথে সংমিশ্রণ থাকতে পারে, কিংবা গায়রে মোহরমে এর সাথে সফর হতে পারে কিংবা প্রয়োজন ছাড়া বেশি বেশি বাহিরে যাওয়া হতে পারে; তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যিক। অর্থাৎ বনিদোদন সত্যিকার অর্থে বধি বনিদোদন হতে হবে এবং আল্লাহর শাস্তি আবশ্যিককারী যাবতীয় হারাম মুক্ত হতে হবে। যদি নারী এমন কোন স্থানে বসে হন যখন হারাম কিছু নাই এবং বেশি বেশি বসে না হন তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই।

আমরা আল্লাহর কাছে পুত- পবিত্রতা, আত্মসংরক্ষণ ও ভাল দ্বীনদারি অর্জনকে প্রার্থনা করছি। আমাদের নবী মুহাম্মদকে ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষতি হোক।